6 APR 2003

সংবাদ

করে রাখেন।

# অর্থাভাবে শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ বন্ধ

শরীয়তপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণকাজ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন কোন ভবনের নির্মাণকাজ ৮০ ভাগ শেষ হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০১-২০০২ সালে সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এ সব ভবন নির্মাণকাজ শুরু করে। শরীয়তপুর জেলার ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের সম্প্রসারণ কাজ বন্ধ রয়েছে। নড়িয়ার ভোজেশ্বর-উপাসী কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ কাজের জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। ৪০ ভাগ কাজ হওয়ার পর অর্থাভাবে বর্তমানে নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। বিঝারি উপাসী টিপি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবনের ৫০ ভাগ ও তেলিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবনের ৮০ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। শরীয়তপুর সদর উপজেলার বুড়িরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮০ ভাগ, আঙ্গারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫ ভাগ ও রুদ্রকর নিলমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ ভাগ কাজ শেষ হলেও বর্তমানে নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। ডামুড্যার দারুল আমান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬০ ভাগ, পূর্ব ডামুড্যা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮০ ভাগ, আলহাজ ইমামউদ্দিন বিদ্যালয়ের ৪০ ভাগ এবং ডামুড্যা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ ভাগ নির্মাণকাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। অর্থাভাবে বর্তমানে নির্মাণকাজ বাদ রয়েছে। ভেদরগঞ্জ উপজেলার আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮৫ ভাগ, গোসাইরহাট উপজেলার ইদিলপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬৫ ভাগ এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৫৫ ভাগ নির্মাণের পর বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। এদিকে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার রাজৈর ডিগ্রি কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়; কিন্তু আজও নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। কালকিনির কালিনগর ফাসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের জন্য ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। ৭৫ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। অথচ বিদ্যালয়টিতে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট।